তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৮১

**অতীতে জঙ্গি সন্ত্রাসীর সংস্কৃতিতে দেশ ভরা ছিল**

**--নৌপ্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ৩ আষাঢ় (১৭ জুন) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, অতীতে জঙ্গি সন্ত্রাসীর সংস্কৃতিতে দেশ ভরা ছিল, যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সংবাদপত্রগুলোতে জঙ্গি সন্ত্রাসের খবর দিয়ে ভরা থাকত। প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হতো। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

খালিদ মাহমুদ বলেন, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতির মধ্যে থাকলে, কখনই মাদক গ্রাস করতে পারবে না। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা অপরিহার্য। ১৫ বছর আগে খেলার মাঠগুলো গো-চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই দেশের প্রতিটি খেলার মাঠ বিভিন্ন খেলাধুলায় মুখর রয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে দেশের ফুটবলে বিপ্লব এসেছে।

বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ডালিম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেন প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন এবং খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে ট্রফি তুলে দেন ।

পরে প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুরের বিরলে সরকারি পাইলট মডেল বিদ্যালয় মাঠে অনুরূপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ২১৮০

**বান্দরবানে সাড়ে আট কিলোমিটার নতুন পাকা**

**সড়ক উদ্বোধন করলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন):

পাহাড়ি মানুষ ও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে অনেক সহজ ও নিরাপদ করে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাহাড়-সমতল সব জায়গায় সমান তালে উন্নয়নের জয়যাত্রা। দুর্গম পাহাড়ের মানুষ এখন অবলীলায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্বল্প সময়ের মধ্যে যানবাহনের মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারছে। এসবকিছু কল্যাণকর কাজের দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বান্দরবানে সাড়ে আট কিলোমিটার পাকা সড়ক উদ্বোধন এবং রেইচা বাজার এলাকায় গ্রামীণ বাজার উদ্বোধন শেষে বান্দরবানের রেইচা বাজারে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী আজ বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ের কোলঘেঁষা সাড়ে আট কিলোমিটার নির্মিত নতুন রাস্তার উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর তত্ত্বাবধানে ৭ কোটি ৭৭ লাখ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা সড়কটি নির্মাণ করা হয়। বান্দরবান সদরের কেবি রোড থেকে কানাপাড়া পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটি এখন স্থানীয় এলাকাবাসী ও পর্যটকদের কাছে বহুপ্রতিক্ষিত দ্রুত যাতায়াতের পথকে অনেক সহজ করেছে।

এছাড়া মন্ত্রী একই দিনে বান্দরবানের রেইচা বাজার এলাকায় ৩ কোটি ৮২ লাখ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে চতুর্থ তলা ফাউন্ডেশনের ২য় তলা বিশিষ্ট রেইচা গ্রামীণ বাজারের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, তিন পার্বত্য জেলার মানুষের আগে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দুর্গম এলাকাগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের অশান্তি দূর করে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, একসময় বান্দরবান জেলা শহরের দুর্গম থানচি এলাকায় যেতে আসতে ৩/৪ দিন সময় লেগে যেত। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে এখন অনায়াসে এক দিনের মধ্যেই থানচিতে যাওয়া আসা করা যায়। তিনি বলেন, দুর্গম পার্বত্য এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করে জন ও যান-চলাচলের পথকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে এই আওয়ামী লীগ সরকার।

মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা এখন তাদের উৎপাদিত ফলন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বিঘ্নে বহন করতে পারছেন। সরকার কৃষকদের ফসল বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ বাজার সৃজন করে দিচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা সেখানে সহজেই গ্রাহক পাচ্ছেন এবং তাদের ফলনের উপযুক্ত মূল্যও পাচ্ছেন। মন্ত্রী বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষকদের উন্নতমানের বীজ, সার বিতরণ অব্যাহত রেখেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে ব্রিজ, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, বিহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের সকল কিছুর উন্নয়নের কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে মন্তব্য করেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর। তিনি ভবিষ্যতেও দেশের মানুষের কল্যাণে ও পাহাড়ের মানুষের শান্তির জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দরকার আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান সদরের সহকারী কমিশনার অরুপ কুমার সিংহ, অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপার মোজাফফর হোসেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউল হক মজুমদারসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ২১৮০

**বান্দরবানে সাড়ে আট কিলোমিটার নতুন পাকা**

**সড়ক উদ্বোধন করলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং**

বান্দরবান, ৩ আষাঢ় (১৭ জুন):

পাহাড়ি মানুষ ও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে অনেক সহজ ও নিরাপদ করে দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাহাড়-সমতল সব জায়গায় সমান তালে উন্নয়নের জয়যাত্রা। দুর্গম পাহাড়ের মানুষ এখন অবলীলায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্বল্প সময়ের মধ্যে যানবাহনের মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারছে। এসবকিছু কল্যাণকর কাজের দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বান্দরবানে সাড়ে আট কিলোমিটার পাকা সড়ক উদ্বোধন এবং রেইচা বাজার এলাকায় গ্রামীণ বাজার উদ্বোধন শেষে বান্দরবানের রেইচা বাজারে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী আজ বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ের কোলঘেঁষা সাড়ে আট কিলোমিটার নির্মিত নতুন রাস্তার উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর তত্ত্বাবধানে ৭ কোটি ৭৭ লাখ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা সড়কটি নির্মাণ করা হয়। বান্দরবান সদরের কেবি রোড থেকে কানাপাড়া পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটি এখন স্থানীয় এলাকাবাসী ও পর্যটকদের কাছে বহুপ্রতিক্ষিত দ্রুত যাতায়াতের পথকে অনেক সহজ করেছে।

এছাড়া মন্ত্রী একই দিনে বান্দরবানের রেইচা বাজার এলাকায় ৩ কোটি ৮২ লাখ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে চতুর্থ তলা ফাউন্ডেশনের ২য় তলা বিশিষ্ট রেইচা গ্রামীণ বাজারের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, তিন পার্বত্য জেলার মানুষের আগে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দুর্গম এলাকাগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের অশান্তি দূর করে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, একসময় বান্দরবান জেলা শহরের দুর্গম থানচি এলাকায় যেতে আসতে ৩/৪ দিন সময় লেগে যেত। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে এখন অনায়াসে এক দিনের মধ্যেই থানচিতে যাওয়া আসা করা যায়। তিনি বলেন, দুর্গম পার্বত্য এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করে জন ও যান-চলাচলের পথকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে এই আওয়ামী লীগ সরকার।

মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা এখন তাদের উৎপাদিত ফলন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বিঘ্নে বহন করতে পারছেন। সরকার কৃষকদের ফসল বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ বাজার সৃজন করে দিচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা সেখানে সহজেই গ্রাহক পাচ্ছেন এবং তাদের ফলনের উপযুক্ত মূল্যও পাচ্ছেন। মন্ত্রী বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষকদের উন্নতমানের বীজ, সার বিতরণ অব্যাহত রেখেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে ব্রিজ, কালভার্ট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, বিহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের সকল কিছুর উন্নয়নের কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে মন্তব্য করেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর। তিনি ভবিষ্যতেও দেশের মানুষের কল্যাণে ও পাহাড়ের মানুষের শান্তির জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দরকার আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান সদরের সহকারী কমিশনার অরুপ কুমার সিংহ, অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপার মোজাফফর হোসেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর নির্বাহী প্রকৌশলী জিয়াউল হক মজুমদারসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী          নম্বর : ২১৭৯

**তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মাঠে মারা গেছে, বাস্তবতা মেনে নির্বাচনে আসুন : বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম,৩ আষাঢ় (১৭ জুন):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যে মাঠে মারা গেছে সেই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আগামী নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।’

আজ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর শরৎকালীন সেমিস্টার শুরু উপলক্ষ্যে সীতাকুন্ডের কুমিরা ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

এ সময় জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম নিহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। এই ন্যাক্কারজনক হত্যাকান্ডের সাথে যুক্ত মূল আসামিসহ অনেককেই দ্রুততার সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য যা কিছু দরকার সবকিছুই করা হবে। এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেজন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।’

বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন করতে দেব না এবং রাজপথে থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব’ এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আন্তর্জাতিক মহলের হাতে-পায়ে ধরে বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরেছে। কিন্তু কোনো দেশ তাদের এ দাবি সমর্থন করে নাই এবং সরকারকেও কেউ বলেনি যে নির্বাচনকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে হবে। অর্থাৎ তাদের এ দাবি মাঠে মারা গেছে, শুধু মির্জা ফখরুল সাহেবসহ তাদের নেতাদের মুখে আছে।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই, যে নির্বাচনের আয়োজক হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে আগামী দিনের সরকার নির্বাচিত হোক, সেটিই আমরা চাই। কিন্তু বিএনপি নির্বাচন কমিশনের কাছে, বিদেশিদের হাতে-পায়ে ধরে নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি চায়। কিন্তু বিএনপিকে তো নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং বিদেশিরাও দিতে পারবে না। তারা আসলে নির্বাচনকে ভয় পায়।’

‘বিএনপি তারুণ্যের সমাবেশের নামে চট্টগ্রামের জামালখানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালসহ ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনেক স্থাপনা ভাঙচুর করেছে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. হাছান বলেন, চট্টগ্রামে বিএনপি তারুণ্যের সমাবেশের কথা বলে যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালসহ আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিকৃতি ভাঙচুর করেছে, এতেই প্রমাণিত হয় বিএনপি তরুণদেরকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য শিক্ষা দিচ্ছে। তারুণ্যের সমাবেশের নামে তারা পেটুয়া বাহিনী ও নৈরাজ্য শিক্ষার সমাবেশ করেছে। তারা আসলে সারা দেশে সন্ত্রাসীদের সমাবেশ ঘটাচ্ছে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।’

এর আগে আইআইইউসি’র নতুন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্নের সাথে প্রচেষ্টাকে যুক্ত করতে হবে। স্বপ্নের সাথে যদি প্রচেষ্টাকে যুক্ত করা না হয় তাহলে শুধু স্বপ্ন দেখে কোন লাভ নেই। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের সাথে যখন প্রচেষ্টা যুক্ত হয়, তখন তার মধ্যে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তি জন্ম নেয়। সেই শক্তি তাকে স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।’

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম, বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের জীবনসংগ্রামের উদাহরণ তুলে ধরে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘জীবন হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। নিরন্তর উজানের বিপরীতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে জীবন। যে সেভাবে জীবনকে নেবে, সে জীবনে অনেক দূর এগোতে পারবে। যে প্রতিনিয়ত জীবনের সাথে যুদ্ধ করার মানসিকতা নিয়ে জীবনযুদ্ধে নামবে সে জীবনকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু রেজা মো. নেজাম উদ্দিন নদভী এমপি, খাদিজাতুল আনোয়ার সনি এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী          নম্বর : ২১৭৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা,৩ আষাঢ় (১৭ জুন):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৯৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৫৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৭ হাজার ৩০৯ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৭

**জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়নে কাজ করছে সরকার**

**-পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

নওগা, ৩ আষাঢ় ১৭ জুন:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়নে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় আনার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে গাছ লাগানো হচ্ছে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার কোনো বিকল্প নাই। তাই সবার জন্য একটা স্বাস্থ্যকর দেশ গড়তে সবাইকে গাছ লাগিয়ে তার যত্ন করতে হবে।

আজ নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার আলতাদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যানের দীঘি পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন এবং দ্বিতল ডরমেটরি ভবন, স্যুভেনিরশপ এবং আরসিসি অবজারভেশন টাওয়ার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, ‘আলতাদীঘি পুনঃখননের মাধ্যমে আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ’ প্রকল্পের অধীনে দীঘিটি খনন করে গভীরতা বৃদ্ধি, পানি সংরক্ষণ করে দেশি ও অতিথি পাখির আবাসস্থল তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের চলাচল সুবিধার জন্য পাড় বাঁধা ও সৌন্দর্যবর্ধক গাছ রোপণ করা হবে, যাকে ঘিরে এ অঞ্চলের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসবে এবং নিয়মিতভাবে দেশি বিদেশি পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যানের নিরাপত্তায় থাকা কর্মীদের জন্য ডরমেটরি ভবন, দর্শনার্থীদের জন্য স্যুভেনির শপ ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও বনের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য রাস্তা নির্মাণসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা লাগিয়ে জাতীয় উদ্যানে বনায়ন করে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। কাজগুলো বাস্তবায়নের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আলতাদীঘি জাতীয় উদ্যান হবে একটি ইকো ট্যুরিজম এলাকা বা পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে সামাজিক বনায়নে উপকারভোগী ১৩৫ জন সদস্যের মাঝে ১ কোটি ৫৫ লাখ ২১ হাজার ৫১১ টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো: শহিদুজ্জামান সরকার, সংসদ সদস্য মোঃ ছলিম উদ্দিন তরফদার ও বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৭৬

**বন বিভাগের সক্ষমতা বাড়াতে অফিসসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে**

**-পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

পত্নীতলা (নওগাঁ), ৩ আষাঢ় ১৭ জুন:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশজুড়ে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রমে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে সারাদেশের বন বিভাগের বিভিন্ন অফিস ভবন, ব্যবহারে অনুপযুক্ত বাসগৃহ এবং বিভিন্ন স্থাপনা যথাযথভাবে নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে বন বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করে হয়েছে।

আজ নওগাঁ জেলার পত্নীতলার উপজেলার বন বিভাগের রেঞ্জ সদরের রেস্ট হাউজ কাম অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও বিট অফিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে সারাদেশের বন বিভাগের জরাজীর্ণ ভবন নির্মাণ করা হবে। ফলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। এভাবে আমাদের কার্যক্রম চলমান থাকলে ইনশাল্লাহ আমরা এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবো।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো: শহিদুজ্জামান সরকার, সংসদ সদস্য মোঃ ছলিম উদ্দিন তরফদার ও বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১২৩৫ ঘণ্টা